দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

# মন্ত্রীদের জীবন বৃত্তান্ত

*লেঃ কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান*

লেঃ কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান ১৯৫১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলাধীন বেজড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম সিরাজুল করিম খান (মান্না খান) এবং মাতা মরহুমা খালেদা করিম খান। ৭ ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার বড়।

আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হতে মাধ্যমিক এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসাবে যোগদান করে ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল কমিশন লাভ করেন। পাকিস্তান সামরিক একাডেমি থেকে গ্রাজুয়েশন এবং পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিফেন্স স্টাডিজ ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। দীর্ঘ ২৬ বছর সেনাবাহিনীতে চাকরি করার পর ১৯৯৫ সালে লে. কর্নেল পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ডিসেম্বর মাসে কর্নেল ফারুক খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকাকালে পালিয়ে এসে মুজিবনগর সরকারে যোগ দেন।

১৯৯৫ সালে সামরিক বাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে আওয়ামী লীগে যোগদানের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে তার অভিষেক। ১৯৯৬ সালে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি প্রথমবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও দ্বিতীয় বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী এবং পরে বাণিজ্য মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ফারুক খান বর্তমানে গোপালগঞ্জ জেলা এবং মুকসুদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক ও জাতীয় সংসদের সাবেক বিরোধী দলীয় হুইপ।

ফারুক খান ১৯৭৪ সালে ঢাকার বিক্রমপুরের সম্ভ্রান্ত খান পরিবারের মরহুম দবির উদ্দিন খান সাহেবের মেয়ে নিলুফা খানের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি দুই কন্যা কানতারা খান এবং কারিনা খানের পিতা। -তথ্য বিবরণী

*নূরুল ইসলাম নাহিদ*

নূরুল ইসলাম নাহিদ ১৯৪৫ সালের ৫ জুলাই সিলেট জেলায় বিয়ানীবাজার উপজেলার কসবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কসবা প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিয়ানীবাজার পঞ্চখন্ড হরগোবিন্দ হাইস্কুল, সিলেট এমসি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। তিনি একজন সৎ নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সকল মহলে স্বীকৃত। জাতীয় পর্যায়ে ষাটের দশকের সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, শিক্ষার দাবি ও অধিকার অর্জন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা, গণতন্ত্র ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল আন্দোলন, ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ আন্দোলন-সংগ্রামে একজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা।

মুক্তিযুদ্ধকালীন মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন অন্যতম প্রগতিশীল বৃহৎ ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ যৌথ গেরিলা বাহিনী এবং ন্যাপ-সিপিবি'র সাথে ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলেন।

নূরুল ইসলাম নাহিদ ১৯৭০ সালে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে তৎকালীন এই বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এবং সাংগঠনিক সম্পাদকও ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

১৯৭৩ সালে তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে পার্টি-সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে তিনি সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালে অন্যান্য সহকর্মীকে সাথে নিয়ে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। বর্তমানে নূরুল ইসলাম নাহিদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক।

নূরুল ইসলাম নাহিদ ১৯৯৬ সালে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা (সিলেট-৬) থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদে তিনি ঐ সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জনাব নাহিদ ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮-এর ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা (সিলেট-৬) থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ৬ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। নূরুল ইসলাম নাহিদের স্ত্রী জোহরা জেসমিন একজন সরকারি কর্মকর্তা। দুই মেয়ে- নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম এবং নাজিয়া সামানথা ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। -তথ্য বিবরণী

*ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক*

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার মুতব্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম জালাল উদ্দীন তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি গবেষণা বিভাগে চাকরি করতেন। মাতা রেজিয়া খাতুন গৃহিনী।

ড. রাজ্জাক নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে ধনবাড়ি নওয়াব ইনস্টিটিউট হতে তিনি কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাস করেন। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭১ সালে বিএসসি (এজি) এবং ১৯৭২ সালে কৃষিতত্ত্বে এমএসসি (এজি) ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের পারডু বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৮৩ সালে পি-এইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বি.এ.আর.সি) এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের কর্মজীবন শুরু। এ প্রতিষ্ঠানেই তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক অঙ্গনে তার বিচরণ ষাটের দশকে অর্থাৎ স্কুল জীবন থেকে। ১৯৬৯ খ্রিঃ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রনেতা হিসাবে তিনি বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক গণআন্দোলনে অংশ নেন। এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রথমে সাধারণ সম্পাদক ও পরে সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল মধুপুর আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং জাতীয় সংসদের (কৃষি মন্ত্রণালয় ও অনুমিত হিসাব সংক্রান্ত) দু'টি স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন।

ড. রাজ্জাক ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ৬ জানুয়ারি সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পান।

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক শিরীন আখতার বানু'র সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মিসেস শিরীন আখতার বানু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করে বর্তমানে আবুবক্কর গিফারী কলেজে সহকারী অধ্যাপক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কর্মরত। ড. রাজ্জাক দু'ছেলে রেজোয়ান শাহরিয়ার সুমিত ও রেজোয়ান শাহনেওয়াজ সুজিত এবং কন্যা রোজে-এর গর্বিত জনক। -তথ্য বিবরণী